

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

2 Marks

1. স্যাডলার কমিশনের অপর নাম কী? (What was the other name of Sadler Commission?)

Ans. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (1917-1919)।

2. স্যাডলার কমিশনের সভাপতি কে ছিলেন? (Who was the Chairman of Sadler Commission?)

Ans. স্যার মাইকেল স্যাডলার।

3. স্যাডলার কমিশন কবে গঠিত হয়? (When Sadler Commission was formed?)

Ans. 1917 খ্রিস্টাব্দে।

4. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট কবে প্রকাশিত হয়? (In which year Kolkata University Commission Report published?)

Ans. 1919 খ্রিস্টাব্দে।

5. স্যাডলার কমিশন কী কারণে নিযুক্ত করা হয়েছিল? বা স্যাডলারের চারটি সুপারিশ উল্লেখ করো। (Why was Sadler Commission appointed? Or Mention any four recommendation of the Sadlar Commission.)

Ans. স্যাডলার কমিশন সুপারিশ করেন—

- উচ্চশিক্ষার মান ও প্রকৃতি সুনিশ্চিত করা।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, কাঠামো, শিক্ষার মান, দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা।
- মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক নির্ধারণ করা।
- অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের অবস্থার মূল্যায়ন করা।

6. বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসন সম্পর্কে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ কী ছিল? (What was the recommendation of Sadler Commission regarding administration of the University?)

Ans. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে। এই সুপারিশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের প্রতিনিধি বাড়ানোর কথা বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নিয়মকানুনে বেশি কড়াকড়ি করা উচিত নয় বলে কমিশন মনে করে। প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস করার জন্য সিনেট ও সিন্ডিকেটের পরিবর্তে কোর্ট এবং এগ্জিকিউটিভ কাউন্সিল (ছোটো আয়তনের কার্যকরী সমিতি) গঠন করতে হবে। সব সময়ের জন্য সচেতন উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে।

7. স্যাডলার কমিশনের বিচার্য বিষয় কী ছিল? (What was the main subject matter of Sadlar Commission?)

Ans. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অবস্থা ও ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা এবং গঠনমূলক দিকের প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে পুনর্গঠনের ও পরামর্শের দায়িত্ব কমিশনকে দেওয়া হবে।

8. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের চারজন সদস্যের নাম লেখো। (Write down the name of four members Kolkata University Commission.)

Ans. 1. স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 2. স্যার জিয়াউদ্দিন আহম্মদ, 3. ফিলিপ হার্টগ এবং 4. র্যামজে মুর।

9. মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ কী ছিল? (What was the recommendation of Sadler Commission about Secondary Education?)

Ans. মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ হল—

1. মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারে বছরে 40 লক্ষ টাকা সাহায্য দান করার সুপারিশ।
2. শিক্ষকের অভাব দূর করার জন্য শিক্ষকের ব্যবস্থা করা।
3. শিক্ষকের জন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা।
4. ইংরেজি ও গণিত ছাড়া সব বিষয় মাতৃভাষায় পড়ানো হয়।

10. ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা সম্পর্কে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ কী ছিল? (What was the recommendation of Sadler Commission about Intermediate Education?)

Ans. ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণিকে ডিগ্রি কলেজ থেকে পৃথক করে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করা হবে। এই স্তরের পরীক্ষাকে ডিগ্রি কলেজে প্রবেশের মাপকাঠি বলে গ্রহণ করা হবে। এখানে কলা, বিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব, কৃষি, বাণিজ্য, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

11. স্যাডলার কমিশন গঠনের কারণ কী? (Why Sadler Commission was formed?)

Ans. মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে স্যাডলার কমিশন গঠনের কারণগুলি এইভাবে সূত্রাকারে উল্লেখ করা যায়। যেমন—

- (i) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার আদর্শ মান নির্ধারণ।
- (ii) উচ্চশিক্ষার মান স্থিরীকরণ।
- (iii) অভ্যন্তরীণ শিক্ষা প্রশাসনের মূল্যায়ন।
- (iv) মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্ক অবস্থান স্থিরীকরণ।

11. নারীশিক্ষা সম্পর্কে স্যাডলার কমিশনে কী বলা হয়েছে? (What was the recommendation of Sadler Commission about women education?)

Ans. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষার তদারকির জন্য একটি বিশেষ বোর্ড স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। কমিশন প্রাক্‌বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে 15/16 বছরের হিন্দু ও মুসলিম মেয়েদের জন্য 'পর্দা স্কুল' স্থাপনের সুপারিশ করেন। মেয়েদের জন্য একটি বিশেষ বোর্ড ও বিশেষ ধরনের পাঠক্রম গঠনের সুপারিশ করা হয়।

12. হার্টগ কমিটি কোন্ পরিস্থিতিতে গঠিত হয়? (In which circumstances Hartog Committee appointed?)

Ans. লর্ড কার্জনের বলিষ্ঠ শিক্ষানীতির ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির গুণগত মানের পরিবর্তন ঘটলেও বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একদিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও অপর দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব ছিল। স্যাডলার কমিশনে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিদ্যালয়গুলিকে পরিচালনা করা অসুবিধাজনক। এই পরিস্থিতিতে গঠিত হয় হার্টগ কমিটি।

13. হার্টগ রিপোর্ট কী? (What is Hartog report?)

Ans. ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষার অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করার জন্য সাইমন কমিশন 1928 খ্রিস্টাব্দে স্যার ফিলিপ হার্টগের সভাপতিত্বে এক উপসমিতি নিয়োগ করেন। এই উপসমিতিতে ভারতীয় শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তদন্ত করে 1929 খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে 'হার্টগ রিপোর্ট' নামে পরিচিত।

14. শিক্ষায় অপচয় কী? (What is wastage in education?)

Ans. হার্টগ কমিটি প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণির মধ্যে শিক্ষার্থীসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে অপচয় ও অনুন্নয়নকে দায়ী করেছেন। পরীক্ষায় পাস করার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করাকে বলা হয় অপচয় (Wastage)।

15. শিক্ষায় অনুন্নয়ন কী? (What is stagnation in education?)

Ans. পরীক্ষায় ফেল করে বছরের পর বছর একই শ্রেণিতে থেকে যাওয়াকে বলে অনুন্নয়ন (Stagnation)।

16. প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য হার্টগ কমিটির দুটি সুপারিশ উল্লেখ করো। (Write two recommendations of Hartog Committee in respect of primary education.)

Ans. প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য হার্টগ কমিটির দুটি সুপারিশ হল—
1. অপ্রয়োজনীয় স্কুলগুলি তুলে দিয়ে প্রয়োজনীয় অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

2. উন্নত সংগঠন ব্যবস্থার দ্বারা স্কুলগুলির মান উন্নত করা।
3. পাঠক্রম যাতে নমনীয় হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
4. স্বাস্থ্যশিক্ষা, স্বাস্থ্যচর্চা ও চরিত্রগঠনের উপর জোর দিয়ে পাঠক্রম রচনা করতে হবে।
5. গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্র করেই পল্লি উন্নয়নের কাজ শুরু করতে হবে।
6. প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

17. হার্টগ কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কী সুপারিশ করে? (What is the recommendation of Hartog Committee in respect of Secondary Education ?)

Ans. হার্টগ কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কী সুপারিশগুলি হল—

1. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নীচের ক্লাসগুলিতে ক্লাস প্রমোশনে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
2. মাধ্যমিক শিক্ষার পর বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীকে শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষায় পঠনপাঠনের জন্য উৎসাহী করতে হবে।
3. মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমকে বহুমুখী করতে হবে যাতে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী নিজ নিজ প্রবণতা অনুসারে পড়াশোনা করতে পারে।

18. 1929 খ্রিস্টাব্দের হার্টগ কমিটির রিপোর্ট অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাগুলি কী? (What are the four major problems in Primary education on the basis of Hartog Committee report 1929 ?)

Ans. 1929 খ্রিস্টাব্দের হার্টগ কমিটির রিপোর্ট অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাগুলি হল—

- (i) প্রাথমিক শিক্ষার অপচয় ও অনুন্নয়ন দেখা যায়।
- (ii) পাঠক্রমের সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনো সম্পর্ক না থাকায় বহু অভিভাবক ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোনোরূপ উৎসাহ বোধ করতেন না।
- (iii) প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন খুবই কম।
- (iv) দুর্গম অঞ্চলের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পরিদর্শকের অভাব।

19. হার্টগ কমিটি উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কী সুপারিশ করে? (What is the recommendation of Hartog Committee about Higher Education ?)

Ans. হার্টগ কমিটি উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে যে সুপারিশ করে সেগুলি হল—

1. প্রবেশিকা পরীক্ষায় কঠোরতা অবলম্বন করে অযোগ্য শিক্ষার্থীদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ বন্ধ করতে হবে, এতে শিক্ষার মান বাড়বে।
2. কিছু নির্বাচিত মহাবিদ্যালয়ে অনার্স কোর্স চালু রাখতে হবে। কলেজের গ্রন্থাগারের উন্নতি ঘটাতে হবে। টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

20. হার্টগ কমিটি কবে তাদের রিপোর্ট পেশ করে? (In which year Hurtog Committee submitted their report?)

Ans. হার্টগ কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে 1929 খ্রিস্টাব্দে।

21. হার্টগ কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার দুটি ত্রুটি উল্লেখ করো। (Mention two demerits of primary educations by Hartog Committee.)

Ans. হার্টগ কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার দুটি ত্রুটি হল—

- প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য এ দেশে উপযুক্ত পরিবেশ নেই। তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করার জন্য উপযুক্ত ও অনুকূল মানসিকতা ও পটভূমি প্রস্তুত করতে হবে।
- আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের হার কমিয়ে সরকারি অধিকার বর্ধিত করতে হবে এবং সরকারি পরিদর্শকের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

22. হার্টগ কমিটি অপচয় ও অনুন্নয়ন প্রসঙ্গে কী মন্তব্য করেছেন? (What commented Hurtog Committee regarding wastage and stagnation?)

Ans. হার্টগ কমিটি অপচয় ও অনুন্নয়ন প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কমিটির মতে, অযাচিত ও অনুচিত প্রসার এবং অযোগ্য শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার চাহিদাই এই অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী। তখনও বৃত্তিশিক্ষার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়নি ও মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না।

23. হার্টগ কমিটি নারীশিক্ষা সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছে? বা কীরূপ সুপারিশ করেছে? (What were the commented of Hartog Committee about women education?)

Ans. হার্টগ কমিটি নারীশিক্ষা সম্পর্কে যে সমস্ত সুপারিশ করেছে, সেগুলি হল—

- মেয়েদের উপযোগী বিশেষ পাঠক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে।
- উপযুক্ত বেতনে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষয়িত্রী-পরিদর্শিকা নিয়োগ করতে হবে।
- নারীশিক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করা হবে।
- স্ত্রীশিক্ষার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য একজন করে ডেপুটি ডাইরেক্টর নিয়োগ করতে হবে।

24. প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা বিষয়ে সার্জেন্ট কমিটির প্রস্তাবনা কী কী ছিল? (What were the recommendations of Sergeant Committee about adult education?)

Ans. প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা বিষয়ে সার্জেন্ট কমিটির প্রস্তাবনাগুলি হল—

- 10 থেকে 20 বছর বয়স্ক প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো শ্রেণিতেই 25 জনের বেশি শিক্ষার্থী থাকবে না।
- ওই বয়সের নারীদের জন্য সম্ভব হলে পৃথকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

- (iii) বয়স্কদের শিক্ষার পরিবেশকে আনন্দময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তোলার জন্য ছবি, চার্ট, ম্যাজিক লণ্ঠন, গ্রামোফোন, রেডিও, চলচ্চিত্র, লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের সাহায্য নেওয়া হবে।
- (iv) সমাজসেবী সংস্থাগুলি যাতে বয়স্কদের শিক্ষাদানের কাজে এগিয়ে আসে, সে বিষয়ে তাদের উৎসাহ দেওয়া হবে। তবে সে বিষয়ে সমস্ত আর্থিক ব্যয়ভার সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।
- (v) দেশে শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার অপচয় ও নিরক্ষর তাতে প্রত্যাবর্তনের পথরোধ করার জন্য বহু পুস্তক সংবলিত গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে। প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হবে।

25. প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সার্জেন্ট কমিটির প্রস্তাবগুলি কী ছিল? (What were the recommendations of Sergeant Committee for primary education?)

Ans. প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সার্জেন্ট কমিটির প্রস্তাবগুলি হল—

- (i) 6 থেকে 14 বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।
- (ii) খের কমিটির নির্ধারিত পাঠক্রমকেই প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ পাঠক্রমরূপে গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।
- (iii) দু-ভাগে বিভক্ত বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শকে গ্রহণ করে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার নীতি স্বীকৃত হয়েছে।
- (iv) মেয়েরাও শিক্ষিত হয়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় বলে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যানুপাত বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।

26. সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্টকে যুদ্ধ-পরবর্তী কালের শিক্ষাসংস্কার বলা হয় কেন? (Why Sergeant Committee report is known as post war education reconstruction?)

Ans. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও তার অগ্রগতি নানা কারণে ব্যাহত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় শিক্ষার পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের অনুকরণে কেন্দ্রীয় সরকার তৎকালীন ভারতের শিক্ষা উপদেষ্টা স্যার জন সার্জেন্টকে যুদ্ধোত্তর কালের জন্য একটি সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করার জন্য অনুরোধ করে। তিনি দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের কাছ থেকে তথ্যসংগ্রহ করে 1944 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষা উন্নয়ন নামে একটি রিপোর্ট পেশ করেন, যা সার্জেন্ট পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এই কারণে এই রিপোর্টকে যুদ্ধ পরবর্তী কালের শিক্ষাসংস্কার বলা হয়।